ইসলামী অর্থনীতিতে উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'মারকাযু দিরসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী'-এর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স

Journal of Islamic Economics and Finance

প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০২৫

ইসলামী অর্থনীতিতে উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী'-এর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক
ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স
Journal of Islamic Economics and Finance

বর্ষ : ০১, সংখ্যা : ০১ (প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা)
এপ্রিল-জুন ২০২৫ ঈ.

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল
জিলহজ্ব ১৪৪৬ হি., জুন ২০২৫ ঈ.

পৃষ্ঠপোষক
ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান দা. বা.

সম্পাদক
মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম দা. বা.

নির্বাহী সম্পাদক
মুফতী আহসানুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ

সহযোগিতায়
আইএফএ কনসালটেন্সি, আদল অ্যাডভাইজরি

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

ঠিকানা
বাড়ি ০৭, রোড ০৪, ব্লক-এইচ, বনশ্রী (মেরাদিয়া বাজার সংলগ্ন), রামপুরা, ঢাকা- ১২১২
যোগাযোগ +8801997-702078

fb.com/ciesbd.org
info@ciesbd.org
https://ciesbd.org/

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২
অর্থনীতির সবক: আল কুরআনুল কারীম থেকে ০৩
অর্থনীতির সবক: আল-হাদীস থেকে ০৩
হালাল হারামের পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ০৪
মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম
পাকিস্তান সফর ০৮
ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান
ইসলামী অর্থনীতি; পরিচিতি ও বিধানসমূহ ১২
মাওলানা আহসানুল ইসলাম
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর শরীয়াহ নির্দেশনা ১৪
মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFTs): সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ও শরয়ী বিশ্লেষণ ১৬
মাওলানা আরিফুল ইসলাম
আপনার জিজ্ঞাসা ২১
ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি ২২
ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ পরিচিতি ২২
মারকাযু দিরাসাতের দিন রাত্রি ২৩
মাদরাসা পরিচিতি ২৪

আলহামদুলিল্লাহ! সকল স্তুতি ও প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামীনের, যাঁর অসীম অনুগ্রহ ও কৃপায় আমরা এক নতুন দিগন্তে যাত্রা শুরু করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এটি এক নতুন প্রভাতের সূর্যোদয়; সময়ের অনিবার্য দাবি এবং উম্মাহর প্রতি আমাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায়বদ্ধতার এক সম্মিলিত প্রকাশ। এই শুভক্ষণে মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী-এর পক্ষ থেকে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি 'ত্রৈমাসিক ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স' (Journal of Islamic Economics and Finance)।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী, একটি বিশেষায়িত ইলমি মারকায। এর মূল ব্রত হলো ইসলামী অর্থনীতির উর্বর ময়দানে এমন একদল দূরদর্শী গবেষক, চিন্তাবিদ ও দাঈ তৈরি করা, যাঁরা নিছক তত্ত্বের পূজারী না হয়ে অর্থনীতিতে ইসলামের আলোকে উম্মাহর বাস্তব সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দেবেন। যাঁরা বিশ্বজুড়ে সুদভিত্তিক ভঙ্গুর অর্থব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে একটি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং হালালের শান্তিময় বার্তা পৌঁছে দেবেন প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে। আমাদের সেই দা'ওয়াহ ও সংগ্রামের পথচলায় এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা হালাল অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরও বেগবান, গভীর ও সুসংহত করবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা এমন এক পৃথিবীর সাক্ষী, যা বস্তুগত সাফল্যের মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি। অর্থনৈতিক দর্শন যখন স্রষ্টাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রবৃদ্ধি আর উন্নয়নের নামে মানবতা হয় নিষ্পেষিত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই আজকের বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা সুদ, ফটকাবাজি (জুয়া), একচেটিয়া মুনাফাখোরি, লাগামহীন ভোগবাদ এবং ক্রমবর্ধমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মতো গভীর নৈতিক ও শরঈ সংকটের জালে আবদ্ধ।

এই সংকটপূর্ণ প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থব্যবস্থা শুধু একটি বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল নয়, বরং এটি মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ

আমরা এমন এক পৃথিবীর সাক্ষী, যা বস্তুগত সাফল্যের মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি। অর্থনৈতিক দর্শন যখন স্রষ্টাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রবৃদ্ধি আর উন্নয়নের নামে মানবতা হয় নিষ্পেষিত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই আজকের বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা সুদ, ফটকাবাজি (জুয়া), একচেটিয়া মুনাফাখোরি, লাগামহীন ভোগবাদ এবং ক্রমবর্ধমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মতো গভীর নৈতিক ও শরঈ সংকটের জালে আবদ্ধ।

জীবনবিধানের শ্রেষ্ঠ উপহার। ইসলামী অর্থব্যবস্থা তার 'মাকাসিদ আশ-শারিয়াহ' বা শরীয়াহর মৌল উদ্দেশ্যকে (সম্পদ, জীবন, জ্ঞান, ধর্ম ও প্রজন্মের সুরক্ষা) সামনে রেখে এমন এক সমাজ বিনির্মাণ করতে চায়, যেখানে অর্থনৈতিক

কার্যকলাপ হবে ইবাদাতের অংশ এবং এর প্রতিটি পদক্ষেপে থাকবে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সন্ধান। আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের এই পত্রিকাটি সেই শ্বাশত বার্তার এক বিশ্বস্ত বাহক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কম্পাস হিসেবে কাজ করবে। এটি কেবল আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র নয়; বরং হালাল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী প্রত্যেক লেখক, গবেষক, আলেম ও দায়ীর জন্য একটি মুক্ত ও শক্তিশালী প্রাঙ্গণ।

আমরা বিশ্বাস করি, চিন্তার বিপ্লবই সমাজ বদলের প্রথম সোপান, আর সেই বিপ্লবের ভিত্তি রচিত হয় নির্ভুল ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে। 'ত্রৈমাসিক ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স' হবে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, ক্যাপিটাল মার্কেট, ওয়াকফ, যাকাত, সুকুক এবং শরীয়াহ কমপ্লায়েন্সের মতো বিষয়ে মৌলিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা প্রকাশিত হবে।

আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো, আমাদের সমৃদ্ধ ফিকহী ঐতিহ্য (তুরাস) এবং আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার মাঝে একটি মজবুত সেতুবন্ধন রচনা করা। আমরা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে, ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক, বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। এটি শুধু গবেষকদের জন্যই নয়, বরং নীতি-নির্ধারক, ব্যাংকার, উদ্যোক্তা এবং জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের জন্যও হবে এক নির্ভরযোগ্য পাঠশালা।

আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো, আমাদের সমৃদ্ধ ফিকহী ঐতিহ্য (তুরাস) এবং আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার মাঝে একটি মজবুত সেতুবন্ধন রচনা করা। আমরা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে, ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক, বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। এটি শুধু গবেষকদের জন্যই নয়, বরং নীতি-নির্ধারক, ব্যাংকার, উদ্যোক্তা এবং জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের জন্যও হবে এক নির্ভরযোগ্য পাঠশালা।

আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে এই জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলনের অংশীদার হই এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি ন্যায়নিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করি। আমরা আমাদের এই পথচলায় সঙ্গী হতে সকল গবেষক, আলেম, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের ক্ষুরধার লেখনী, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্লেষণই আমাদের এই মঞ্চকে আলোকিত করবে এবং বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক সৌন্দর্য তুলে ধরবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, এর সঙ্গে জড়িত সকলের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করেন এবং এই পত্রিকাকে ইসলামী অর্থনীতির প্রচার ও প্রসারে একটি মাইলফলক হিসেবে কবুল করেন। তিনি যেন এর পাঠক ও লেখকদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং আমাদেরকে ইখলাস, ধৈর্য ও হিদায়াতের পথে অবিচল রাখেন। আমীন।

অর্থনীতির সবক

আল কুরআনুল কারীম থেকে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

‘হে রাসূলগণ, তোমরা উত্তম বস্তু আহার করো ও নেক আমল করো, নিশ্চয় আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত।’ (সূরা মু’মিনূন, আয়াত: ৫১)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, সকল নবী-রাসূল হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন। এ থেকে হালাল গ্রহণের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, ‘এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল রাসূলকে হালাল গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। সাথে নেক কাজ করতেও বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়,

إن الحلال عون على العمل الصالح فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام.

‘হালাল ভক্ষণ নেক ও সৎ কাজে সহায়ক। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওপর পূর্ণরূপে আমল করেছেন।’ (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৫, পৃ. ৪১৫)

সালাফ থেকে বর্ণিত আছে,

إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أو أبيت، وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أو أبيت.

‘যখন তুমি হালাল আহার করবে, তখন তুমি চাও বা না চাও তোমার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হবেই। পক্ষান্তরে যখন তুমি হারাম খাবে, তখন তুমি চাও বা না চাও তোমার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানি হবেই।’ (আল হিস আলাত তিজারাহ, পৃ. ৭)

তাই তাকওয়া অর্জনের জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য হালাল গ্রহণের বিকল্প নেই।

অর্থনীতির সবক

আল হাদীস থেকে

হযরত আবু বারযাহ আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لاتزول قدما عبد يوم ا لقيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه.

‘কিয়ামতের দিন কারো দুই পা সামনে অগ্রসর হবে না, যতক্ষণ না তাকে তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- কীভাবে সেটা ব্যবহার করেছে। তার ইলম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- সে অনুযায়ী আমল করেছে কি না। তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে ও কোথায় তা ব্যয় করেছে। তার দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- কীভাবে তা ক্ষয় হয়েছে।’ (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৭)

উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল, সম্পদ অর্জন ও ব্যয়কারীদের তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা,

ক. যারা হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করেছে।

খ. যারা হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করেছে তবে ব্যয় করেছে হারাম কাজে। এই দুই শ্রেণির সম্পদশালী ধ্বংস হবে।

গ. যারা হালাল পথে উপার্জন করেছে ও তা ব্যয়ও করেছে হালাল কাজে। কেবল এ শ্রেণির সম্পদশালী সফল হবে।

এ হাদীসে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, এখানে যে ৫টি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে দুটিই অর্থনৈতিক বিষয়ে। যার অর্থ হলো, হাশরের ময়দানে ৪০ শতাংশ প্রশ্ন হবে জীবনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে। ভাবার বিষয় হলো, আমরা বাস্তব জীবনে এ নিয়ে কত শতাংশ চিন্তিত!!

হালাল-হারামের পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; কুরআন ও সুন্নাহ থেকে

মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম

কুরআন ও হাদীসে হালাল-হারাম বিষয় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ হয়েছে। উপার্জন হালাল হওয়া ও হারামমুক্ত হওয়া ইসলামে নামায, রোযার মতো প্রথম সারির ফরয বিধানসমূহের পরই অন্যতম ফরয বিধান। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো।

হালাল পরিচিতি

শাব্দিক পরিচিতি: 'হালাল' শব্দটির মূল হলো حل (হিল্লুন)। মূল অর্থ: খুলে দেওয়া, উন্মুক্ত করা। পরবর্তী সময়ে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থ: ضد الحرام তথা বৈধ, বা হারামের বিপরীত।

পারিভাষিক পরিচিতি: আল্লামা মুহাম্মদ আলী থানভী রহ. 'হালাল' এর পারিভাষিক পরিচয় লিখেছেন-

الحلال ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح.

'হালাল হলো, বৈধ কোনো কারণের ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহ যার অনুমোদন দিয়েছে।' হালালকে 'জায়েয'ও বলা হয়।

মোটকথা, হালাল একটি শরীয়াহ বিধান। এটি শরীয়াহ অনুমোদনকে বোঝায়।

হারাম পরিচিতি

শাব্দিক পরিচিতি: 'হারাম' শব্দটির মূল, ح-ر-م (হা, রা ও মীম)। এর মূল অর্থ : المنع والتشديد তথা নিষেধ করা ও কঠোরতা করা। শব্দটির আরেকটি অর্থ: ضد الحلال তথা বৈধ বা হালালের বিপরীত। অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

পারিভাষিক পরিচিতি: ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. 'হারাম' এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

المحظور ما يستحق بفعله العقاب وبتركه الثواب.

'হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় হলো, যা করার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা প্রতিদান লাভ হয়।' হারামকে 'নাজায়েয'ও বলা হয়।

মোটকথা, হারাম একটি শরীয়াহ বিধান। এটি শরীয়াহ নিষিদ্ধতাকে বোঝায়। যা অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হালাল গ্রহণের গুরুত্ব: আল কুরআনুল কারীম থেকে

কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হালাল গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। যথা:

১. মানবজাতির সকলের প্রতি নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

'হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা বাকারা: ১৬৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু হালাল রিযক গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর বিশেষ করে শয়তানের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন। হারাম ভক্ষণ শয়তানের অনুসরণেরই একটি ক্ষেত্র। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. সকল ঈমানদারের প্রতি নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

'হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও এবং আল্লাহর

শোকর আদায় করো, যদি সত্যিই তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।' (সূরা বাকারা : ১৭২)

উক্ত আয়াতে অত্যন্ত জোরালোভাবে হালাল গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকলে হালাল গ্রহণ করো। হারাম থেকে বেঁচে থাকো এবং এর জন্য শুকরিয়া আদায় করো।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের আদেশ করেছেন যদি তারা তাঁর বান্দা হয়ে থাকে। হালাল গ্রহণ দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার মাধ্যম। অপরদিকে হারাম গ্রহণ দোয়া ও ইবাদত কবুল না হওয়ার কারণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ ইং., খ. ১, পৃ. ৩৫০)

৩. ব্যাপক নির্দেশ:

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

'আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।' (সূরা নাহল: ১১৪)

৪. ব্যাপক নির্দেশ ও শাস্তির ভয়:

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَاتَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَىٰ.

'তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা থেকে ভালো ও হালাল বস্তু আহার করো এবং এই বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না। করলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।' (সূরা তহা: ৮১)

উক্ত সম্বোধন যদিও বনি ইসরাইলদের প্রতি, তবে এর ব্যাপকতায় উম্মতে মুহাম্মাদীও অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের সারমর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তা গ্রহণ করে। আর যেগুলো হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকো। যদি কেউ তা অমান্য করে হারাম গ্রহণ করে, তাহলে এ সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহর আযাব চলে আসতে পারে। সাথে এটিও জেনে রাখো, যার ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। (বয়ানুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৪৬)

এছাড়া আরো বিভিন্ন আয়াতে হালাল গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশনা সারা জাহানের অধিপতি মহান আল্লাহর। বিভিন্ন আঙ্গিকে এসব আয়াতে হালাল গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

হালাল গ্রহণ আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই শুকরিয়া আদায় করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুকরিয়া আদায় হালাল গ্রহণের চেতনাকে শাণিত করে। অহংবোধ তৈরি হয় না। তাই শুকরিয়া আদায়ের বিকল্প নেই।

দুই ও তিন নং আয়াতের এই- 'যদি তোমরা সত্যিই কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক' অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা শত কষ্ট সত্ত্বেও মহান আল্লাহর উক্ত নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত।

হালাল গ্রহণের গুরুত্ব: সহিহ হাদীস থেকে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে হালাল গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়ে কিছু সহিহ হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো:

১. হালাল উপার্জন আবশ্যক:

হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طلب الحلال واجب على كل مسلم.

'হালাল রুজি সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অনিবার্য।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস নং : ১৮০৯৯, হাদীসটির সনদের মান : হাসান।)

অবশ্য উপার্জনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কখনো তা ফরয হয়, কখনো মুস্তাহাব হয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

২. হালাল গ্রহণ দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত:

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أيها الناس! إن الله طيب، لايقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وقال : يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه

إلى السماء يارب يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.

‘হে লোকসকল, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআলা রাসূলদেরকে যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হে রাসূল, পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং সৎকর্ম করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত।’ (সূরা মুমিনুন: ৫১)

অন্যত্র বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিযিক দিয়েছি, তা থেকে আহার করো।’ (সূরা বাকারা: ১৭২)

এরপর নবীজি সা. এমন এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন, যে মরুভূমিতে দীর্ঘ সফর করেছে। যার চুলগুলো এলোমেলো। ধুলায় ধুসরিত। এ অবস্থায় সে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে দোয়া করে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক!’ অথচ তার খাদ্য হারাম। পানীয় হারাম। পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম। তার শরীর বেড়ে উঠেছে হারাম দ্বারা। অতএব, তার দোয়া কীভাবে কবুল করা হবে! (সহিহ মুসলিম: ১০১৫)

দেখুন, সফরে থাকা, অক্ষমতা, মুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি দোয়া কবুলের সহায়ক বিভিন্ন উপাদান থাকা সত্ত্বেও শুধু হালাল গ্রহণ না করার কারণে দোয়া কবুল করা হয়নি। এটি ভাবার বিষয়। শুধু নেক কাজ করাই যথেষ্ট নয়; হারাম থেকে বেঁচে থাকাও জরুরি। ‘তার দোয়া কীভাবে কবুল করা হবে’ হাদীসে এ অংশটি বেশ ভাবার বিষয়। ‘দোয়া কবুল হবে না’ বলা হয়নি। নবীজি কতটা আশ্চর্য প্রকাশ করলেন! কত দৃঢ়তার সাথে বিষয়টি তুলে ধরলেন!

৩. হালাল গ্রহণের বিশেষ অসিয়ত:

হালালের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা’দ রা.-কে বিশেষভাবে অসিয়ত করার সময় ইরশাদ করেছেন,

يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

‘হে সা’দ, তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল করো। তাহলে তুমি এমন হবে, যার দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।’ (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৩৭৮, হাদীস : ১৮১০১)

হারাম বর্জনের গুরুত্ব: কুরআনুল কারীম থেকে

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل.

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।’ (সূরা নিসা : ২৯)

আর্থিক বিষয়ে ‘আল আকলু বিল বাতিল’ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়। এর সরল অর্থ: ‘অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ করা।’ ‘অন্যায়’ অর্থ: শরীয়াহ নিষিদ্ধ পথে সম্পদ ব্যবহার করা। চাই সেটি অন্যের সম্পদ হোক কিংবা নিজের হোক। নিজের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার অর্থ: পাপকাজে সম্পদ ব্যয় করা। সম্পদ হয়তো হালাল, হালাল পথে অর্জন হয়েছে কিন্তু ব্যয় করা হয়েছে হারাম কাজে। সেটিও উক্ত ‘আল-আকলু বিল-বাতিল’-এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার অর্থ: চুরি, ডাকাতি, রিবা, খেয়ানত, জুয়া, ঘুষ, ইত্যাদি জুলুম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। এর মধ্যে আরো আছে, বিনিময়হীন ভোগ। যেমন বাস ভাড়া না দিয়ে নেমে পড়া, শ্রমিকের বেতন না দেওয়া ইত্যাদি।

এর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অন্যের অনুমোদন ছাড়া তার সম্পদ ব্যবহার করা। যেমন, সরকারী অফিসের ফোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা। বন্ধু বা সহকর্মীর জিনিসপত্র তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা। অর্থাৎ, এমন ব্যবহার যা সাধারণত অনুমোদনের মধ্যে পড়ে না।

আর্থিক লেনদেনের মাঝে আছে, ফাসেদ লেনদেন থেকে প্রাপ্ত মূল্য গ্রহণ করা। যেমন, কেউ ইচ্ছাকৃত নষ্ট কোনো পণ্য বা খাবার বিক্রয় করেছে। তাহলে বিক্রেতার জন্য এভাবে মূল্য গ্রহণ ও ব্যবহারও ‘আল আকলু বিল বাতিল’-এর অন্তর্ভুক্ত।

তদ্রূপ যেসব কাজ বৈধ নয়, সেসবের বিনিময় গ্রহণ করাও ‘আল আকলু বিল বাতিল’-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গান গেয়ে, নাচ করে, ব্যভিচার করে ইত্যাদি হারাম পথে উপার্জন। যদিও দাতার সম্মতি থাকে, তদুপরি সম্পদ উপার্জনের পথ যেহেতু নিষিদ্ধ, তাই প্রাপ্তিও নিষিদ্ধ। (পুরো আলোচনার মূল উৎস: আহকামুল কুরআন, জাস্সাস রহ., সূরা বাকারা : ১৮৮, সূরা নিসা : ৩৩)

সুতরাং ইসলামে শুধু রিবা বা সুদ-ই হারাম নয়; 'আল আকলু বিল বাতিল'ও হারাম। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে।

হারাম বর্জনের গুরুত্ব: সহিহ হাদীস থেকে

১. হারাম গ্রহণের চেয়ে মাটি খাওয়া ভালো:

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده ... لأن ياخذ أحدكم ترابا فيجعله في فيه، خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه.

'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন, এমন কিছু নিজ মুখে দেওয়ার চেয়ে মুখে মাটি দেওয়া অনেক ভালো।' (মুসনাদে আহমাদ, মুআসসাতুল রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ইং., খ. ২, পৃ. ২৫৭)

কোনো কিছুর গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য বাক্যে 'কসম' (শপথ) ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম শব্দ ব্যবহার করে, অত্যন্ত জোরালোভাবে হারাম বর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এটি জানা কথা, মাটি খাওয়া হয় না। উদ্দেশ্য হলো, সামান্য হালাল ডাল-ভাত হলেও সেটাই গ্রহণ করো। হারাম থেকে বিরত থাকো। 'হারাম খাওয়ার চেয়ে মাটি খাওয়া ভালো।' হাদীসের এই অংশটি মনে রাখার মতো।

২. জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ:

খলিফায়ে রাশেদ আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام.

'সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যাকে তৃপ্ত করা হয়েছে হারাম দ্বারা।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ৩৮০)

হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به.

'প্রত্যেক গোশত বা দেহ যা হারাম দ্বারা বৃদ্ধি হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযুক্ত।' (আল হাছছু আলাত তিজারাহ, ভূমিকা, পৃ. ৮)

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব: শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর সারগর্ভ বক্তব্য

আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. (১৩৩৬ হি.-১৪১৭ হি./১৯১৭-১৯৯৭ খ্রি.) নিকট অতীতের বিখ্যাত মনীষী আলেম। তিনি ইমাম ইবনে খাল্লাল রহ. (৩১১ হি.)-এর 'আল হাছছু আলাত তিজারাহ' কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন-

'বর্তমান সময়ে প্রায় সবাই উপার্জনের কোনো না কোনো পন্থায় লেগে আছে। বরং এতো বেশি একে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, যা আগে কখনো হয়নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে আছে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন। ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতের ওপরও একে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তাই এখন আর কাউকে উপার্জনে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই।

এখন মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, তাদেরকে হারাম উপার্জন থেকে সতর্ক করা। এখন তো সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, সিন্ডিকেট, মিথ্যা, প্রতারণা, যাকাত না দেওয়া ইত্যাদি সকল অন্যায় কাজে সমাজ ছেয়ে গেছে। এসব কারণে মানুষের চরিত্র কলুষিত হচ্ছে। সমাজ থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যাচ্ছে। পরকালের ওপর ইহকালকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং মানুষকে এসব ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে সতর্ক করা এখন খুবই জরুরি।

যার উপার্জনে হারাম ঢুকে যায়, তার থেকে আল্লাহর আনুগত্য, ভালো কাজের আশা করা যায় না। কারণ খারাপ কাজ সবসময় খারাপের দিকেই আহ্বান জানায়। বিশেষত যখন খাদ্য হারাম থাকে, তখন বিষয়টি আরো ভয়াবহরূপ দান করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে থেকে কারো ব্যাপারে যদি দেখা যায়, তার চরিত্রে, চলনে সমস্যা আছে, আল্লাহর আনুগত্য করে না, পাপাচারে লিপ্ত, তাহলে তুমি তার উপার্জনের উৎস তালাশ করে দেখো, তাতে হারাম আছে। কারণ হারাম সম্পদ মানুষের চরিত্র কলুষিত করে, আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।' (আল হাছছু আলাত তিজারাহ, ভূমিকা, পৃ. ৭)

পাকিস্তান সফর

ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান

সফরের প্রেক্ষাপট

আমার এবারের পাকিস্তান সফর ছিল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের গ্লোবাল শারীয়াহ মজলিস ২০২৪ এ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। যা ২৩ শে অক্টোবর ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত হয়। গত তিন বছর যাবত এটি প্রতি বছর হয়ে আসছে। এ বছরের মজলিসটি পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান যাওয়া হলেও এবারের সফরটি আরো বেশ কিছু সুন্দর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল। এরমাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহর সাথে একান্ত সাক্ষাত। এছাড়া দারুল উলূম করাচি, বানুরী টাউন মাদরাসা, মিযান ব্যাংক ইত্যাদি ভিজিটও আমার অভিজ্ঞতাকে বেশ সমৃদ্ধ করে। সেই অভিজ্ঞতার কিছু স্মৃতি এই লেখায় চিত্রিত করছি।

বানুরী টাউন মাদরাসায়

একুশ তারিখ সকাল দশটায় আমরা পাকিস্তান পৌঁছি। ইস্তাম্বুলে ফ্লাইট ডিলে হওয়ায় পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হয়। সফরসঙ্গী ছিলেন মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম হাফি.। সেদিন মাগরিবের পর আমরা জামিয়া বানুরী টাউন মাদরাসা ভিজিটে যাই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বাহরাইনের শায়খ নিযাম ইয়াকূবী হাফি.। প্রথমে আমাদেরকে দাওরায়ে হাদীসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শায়খ নিযাম ইয়াকূবী ছাত্রদেরকে কিছু নাসীহা করেন। বিশেষত এ অঞ্চলে হিন্দের উলামায়ে কেরামের যে অবদান তা তুলে ধরেন।

এরপর আমরা জামিয়ার তাখাসসুস বিভাগে যাই। জামিয়ার ফতোয়া বিভাগ দেখে আমরা খুব বেশি অভিভূত হই। এখানে স্টুডেন্ট পোর্টালের মতো সিস্টেম আছে। প্রক্রিয়াটা হলো, যখন কোন মুস্তাফতী ফতোয়া জিজ্ঞেস করে, তখন সেটা সিস্টেমেটিক ড্যাশবোর্ডে চলে আসে। এরপর সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অথবা কোনও উস্তাদের মাধ্যমে ইফতা বিভাগের একজন ছাত্রের কাছে অ্যাসাইন করা হয়। সেই ছাত্র তামরীন করেন এবং হাওয়ালা ইত্যাদি জমা করেন। এরপর সেটা পরবর্তী ধাপে চলে যায়। তাকে মুসাহহি বলে। মুসাহহির কাজ হলো এতে কোনও ত্রুটি থাকলে বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তিনি তা করেন। মুসাহহি এপ্রুভ করার পর ফাইনাল এপ্রুভ যার কাছে, তাকে মুসাদ্দিক বলা হয়। তিনি এপ্রুভ করে সিল দিবেন। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ফতোয়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

ফতোয়া বিভাগের ছাত্রদের প্রত্যেকের টেবিলেই ল্যাপটপ আছে। তারা মাকাতাবায়ে শামেলা এবং অন্যান্য ই-মাকতাবা ব্যবহার করে।

দারুল উলূম করাচিতে

২য় দিন আমরা দারুল উলূম করাচী ভিজিট করি। দারুল উলূম করাচির বিশাল অত্যাধুনিক সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আমাদেরকে মুগ্ধ করে। আমার যতটুকু মনে পড়ছে লাইব্রেরীটি প্রায় চার তলা। ভিতরে ঢুকতেই হাতের ডান পাশে বাম পাশে সেলফ। সেলফের আড়ালে প্রশস্ত জায়গা। যেখানে ফ্লোরে বসে পড়ার জন্য দীর্ঘ টেবিল দেওয়া। অনেকে মিলে চারপাশ ঘিরে পড়তে পারে।

ঢুকার একটু পরেই হাতের ডানে বড় ডিসপ্লেতে কিছু কিতাব রাখা। যেমন আশরাফ আলী থানভী রহ. এবং অন্যান্য আকাবিরদের কিতাব। যেগুলো হস্তলিপি আকারে এখানে মিউজিয়ামের মতো করে সংরক্ষণ করা হয়, এবং সাথে রাখা আছে তার বর্তমান এডিশন। একইভাবে মুফতী শফী উসমানী রহ. এর ম্যানুস্ক্রিপ্টও এখানে আছে। আরেকটু সামনে গিয়ে দুপাশে সামনে গ্লাস করা কিছু সেলফ দেখি।

যেখানে মুফতী তাকী উসমানী, রাফী উসমানী, শফী উসমানী রহ. সহ দারুল উলূম করাচির উস্তাদদের নানা পাবলিকেশন সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এরপর লাইব্রেরীর দোতলায় যাই। সেখানে কম্পিউটারে কিতাব খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোন শেলফে কোন কিতাব আছে তা কম্পিউটার থেকে বের করা যায়। যেটা সাধারণত আধুনিক লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন আছে।

এরপর আমরা দারুল ইফতায় যাই। আমাদের দেশে দারুল ইফতা সাধারণত একটা বা দুইটা কক্ষবিশিষ্ট, যেখানে একই সঙ্গে ফতোয়া বিভাগও পরিচালিত হয়। কিন্তু জামিয়া বানুরী টাউন এবং দারুল উলূম করাচীতে দেখলাম দারুল ইফতা এবং ফতোয়া বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। ফতোয়া বিভাগ এমনভাবে প্রস্তুত করা, যেখানে মুস্তাফতী এসে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন।

অনেকটা হসপিটালের মতো। যেখানে অনেকগুলো চেম্বার আছে, চেম্বারে ডাক্তারবৃন্দ আছেন। দারুল উলূম করাচির ফতোয়া বিভাগেও এমন অনেকগুলো চেম্বার আছে। প্রতি চেম্বারে টেবিলে একজন করে মুফতী সাহেব বসেন। কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি আছে। আবার টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার রাখা। যাতে মুস্তাফতী এক বা একাধিক হলে বসতে পারেন। পুরো একটা কর্পোরেট অফিসের মতো। এক পাশে রিসিপশন আছে, রিসিপশনের সামনে বসার মতো জায়গা আছে। মুস্তাফতী এখান থেকে সিরিয়াল নিয়ে অপেক্ষা করবেন। সিরিয়াল আসলে মুফতীর চেম্বারে ঢুকবেন এবং তার প্রশ্ন নিয়ে মুফতী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করবেন। নিচতলা পুরোটাই এমন।

চতুর্থ তলায় তাখাসসুস ফিল ফিকহের মূল ক্লাসরুম। বিরাট রুম। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ডেস্ক আছে। প্রত্যেকটা ডেস্কের আলাদা কম্পিউটার, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি। তারা এখানে অধ্যায়ন ও রিসার্চ করছেন। এটা হলো এক পাশে। অন্য পাশে অডিটোরিয়াম, যেখানে কোনও ছোটখাটো সেমিনার, ট্রেইনিং বা এক দুইশো মানুষের কনফারেন্স ইত্যাদি করা যায়।

ইফতা বিভাগের সিলেবাস দেখলাম, সেখানে দরসের চেয়ে বেশি তামরীন (ফতোয়া অনুশীলন) রাখা। এখানেও বানুরী টাউনের মতোই ফতোয়া বিভাগে আসা প্রশ্নগুলোই ছাত্ররা অনুশীলন করে।

বানুরী টাউনের মতোই প্রশ্নগুলো যখন মানুষ করে তখন এটা তাদের সিস্টেমে এন্ট্রি হয়ে যায়, যেমন টিকেট সিস্টেম সফটওয়্যারে কেউ ইনকুয়ারি করলে অটোমেটিক টিকিট তৈরি হয়, এখানেও তাই। এরপর সেই কুয়ারিটা বা সেই প্রশ্নটা কয়েক স্তরে ফাইনালাইজ হয় :

প্রথমত এটা একজন ছাত্রর কাছে অ্যাসাইন করা হয়। সম্ভবত অ্যাসাইন করেন মুশরিফ বা উস্তাদ যিনি থাকেন তিনি। অ্যাসাইন করার পরে ছাত্র ফতোয়াটির উপর কাজ করেন।

এরপর সেটা চলে যায় দ্বিতীয় স্তরে, মুসাহহি এর কাছে। তিনি ফার্স্ট লেভেলে উত্তরটিকে সংশোধন করে দেন, কোনও দিক নির্দেশনা থাকলে দেন।

এরপর থার্ড লেভেলে হচ্ছে মুসাদ্দিক। মুসাদ্দিক মূলত বড় একজন মুফতী সাহেব হয়ে থাকেন। যেমন দারুল উলূম করাচীতে মুফতী তাকী উসমানী, মুফতী আব্দুল মান্নান বাংলাদেশী হাফি., এরকম আরো অনেকে আছেন।

উনারা যখন এটা সিলমোহরের মাধ্যমে তাসদীক করেন, তখন এটা সেই পাবলিক পোর্টালে চলে যায় এবং যিনি প্রশ্ন করেছেন তার কাছে নোটিফিকেশন যায়। অর্থ্যাৎ পুরো প্রক্রিয়াটা একটা সিস্টেমিক পদ্ধতিতে হয়। এখানে ম্যানুয়াল কোনও কাজ নাই। প্রিন্ট করার কোনও বিষয় নেই।

মিযান ব্যাংক ভিজিট

মিজান ব্যাংক পাকিস্তানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটির ৮৪৫ টিরও বেশি শাখা রয়েছে। পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকিং খাতে ব্যাংকটির মার্কেট শেয়ার ৩৫ %। ব্যাংকটি ১৯৯৭ সালে আল-মিজান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হিসাবে শুরু হয়েছিলো। তারপর ২০০২ সালে পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গভাবে সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর ৯% এর বেশি শেয়ারের মালিক। মুফতী তাকী উসমানী হাফি. এর শারীয়াহ বোর্ডের প্রধান। এটি একাধিক বার "বেস্ট ব্যাংক অফ পাকিস্তান" এওয়ার্ড পেয়েছে।

৩য় দিন আমরা মিযান ব্যাংক ভিজিটে যাই। সেখানে আমরা তাদের রেসিডেন্সিয়াল শারীয়াহ বোর্ড মেম্বার মুফতী নাবীদ

সহ অন্যদের সঙ্গে বসি। কীভাবে তারা মুরাবাহা করেন, কীভাবে কবয বা পজেশন হয়, ইত্যাদী অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনা থেকে যা বুঝে আসল তা হলো, আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো যেভাবে চলে, তার সাথে মিযান ব্যাংকের কার্যক্রমের খুব বেশি পার্থক্য নেই। সেখানেও গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানো, গ্রাহককে এজেন্ট বানানো ইত্যাদি ঘটে। তবে সেখানে কিছু উন্নত সিস্টেম আছে, যার ফলে শারীয়াহ লঙ্ঘন হওয়ার আশংকা কম।

আসরের পর আমরা শারীয়াহ অডিট যারা দেখছেন ফারহান উসমানী, আহমাদ সিদ্দীক ও অন্যান্যদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি। এরপর পুরো ব্যাংকটা ঘুরে দেখি। বিরাট ব্যাংক। চমৎকার ডেকোরেশন। কিছু মহিলাও দেখলাম কাজ করছেন সম্পূর্ণ বোরকা নিকাব পরে। কালো বোরকা নিকাব, মাশাআল্লাহ।

ফেরার পথে তারা আমাদেরকে কিছু হাদিয়া দেন। হাদিয়ার মাঝে ছিলো আসান তরজমায়ে কুরআন, মুফতী তাকী উসমানী হাফি. এর যে সংক্ষিপ্ত তাফসীর সেটা, তাদের সর্বশেষ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং একটি চমৎকার বুকমার্ক। আমরা বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে আসি।

তাকী উসমানী হাফি. এর সাথে একান্ত সাক্ষাত

৪র্থ দিন আমরা আবারও দারুল উলূম করাচীতে যাই শাইখুল ইসলাম হাফি. এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। ইফতা বিভাগের সামনে থেকে মুফতী মুআয আশরাফ উসমানী আমাদেরকে গাড়িতে করে শাইখুল ইসলাম হাফি. এর রুমের সামনে নিয়ে যান। কিন্তু দূর থেকে দেখা যায় যে শাইখুল ইসলাম এখনো ঘর থেকে বের হননি। ঘরের সামনে গাড়ি অপেক্ষমান। শাইখুল ইসলামের ঘর এবং অফিস কাছাকাছি। কিন্তু হাটতে অসুবিধা হয় দেখে তিনি গাড়িতে করে আসেন। যেহেতু শায়খ এখনো আসেননি তাই মুআয আমাদেরকে আরেকটু ঘুরে দেখান।

আমাদেরকে মসজিদে নিয়ে যান। বিরাট মসজিদ। অত্যন্ত সুন্দর মাশাআল্লাহ। খুব বেশিদিন হয়নি এটা নির্মাণ হয়েছে, হয়ত পাঁচ সাত বছর হবে। সামনে যে উঠানটা সেটাও অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। এবং এটার বেজমেন্টেও একই রকম জায়গা আছে বলে জানিয়েছেন। যদিও আমরা বেজমেন্টে যাইনি। এখানে প্রায় বিশ বাইশ হাজার মানুষের মতো একসঙ্গে নামায পড়তে পারেন। এরপর ছাত্রাবাসটা আবার ঘুরে দেখি। দারুল হাদীসে ক্লাস হচ্ছিলো তখন। আমরা বাহির থেকে দারুল হাদীসের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করি। রুমটা অনেকটা পার্লামেন্টের মতো। অর্থাৎ শায়খ যেখানে বসে আছেন, ওটা একদম নিচের দিকে। আর আস্তে আস্তে ছাত্রদের সিটগুলো উপরের দিকে যাচ্ছে। এতে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত একসাথে সব দেখা যায়। প্রত্যেক ছাত্রের সামনে একটা করে মাইক্রোফোন আছে। আমরা এ ধরণের সিটিংগুলো দেখি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে। যেমন মালয়েশিয়া ইনসিয়েফ ইউনিভার্সিটি এবং বাহরাইন ইন্সটিটিউশন অব ফাইন্যান্সিয়ালে এ ধরণের অডিটোরিয়াম দেখেছি।

আমরা আরো দু একটি ক্লাস বাহির থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। ইতোমধ্যে শাইখুল ইসলাম হাফি. চলে আসেন। শায়খ আসেন, গাড়ি থেকে নামেন। বিভিন্ন মানুষজন দেখা করতে এসেছেন। দুজন ছিলেন, দেখে মনে হয়েছে পাঠান, উনাদের চক্ষু অশ্রুসজল। শায়খকে সরাসরি দেখতে পেয়েছেন, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত আবেগঘন বিষয় ছিলো। শায়খের সাথে মুসাফাহা করছেন, হাতে চুম্বন করছেন। এরপর আমরাও দেখা করেছি, মুসাফাহা করেছি।

শায়খ ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের ডাক আসে। আমরা রুমের ভিতরে যাই। দুইটা রুম ছিলো, মাঝে একটি রুম, এরপর একদম ভেতরে শাইখুল ইসলাম হাফি.। রুমের এক পাশে সোফা সেট রাখা, আরেক পাশে শায়খের বিরাট টেবিল। এই টেবিলের উপর একটা ছোট মিনি টেবিলের মতো, মিনি টেবিল অনেকটা আমাদের ল্যাপটপ স্ট্যান্ডের মতো। কিন্তু এটা কাঠের এবং অনেক সুন্দর। এটার উপর একটা টেবিল ল্যাম্প। শায়খ এখানে ফতোয়া ইত্যাদি দেখেন। মুফতী মুআয জানিয়েছেন, ভেতরে আরেকটা রুম আছে যেখানে মূলত শায়খ নিজস্ব লেখালেখির কাজ করেন। সেখানে কারে যাওয়ার অনুমতি নেই।

মুফতী মুআয সাহেব সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় দিলেন। আমরাও আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। আইএফএ কনসাল্টেন্সির কথা বললাম। আদল এডভাইজরি এবং মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামীর কথাও বললাম। শায়খ শুনে অনেক দোয়া দিলেন।

আমরা যে পেপারটি আমেরিকাতে প্রেজেন্ট করেছি সেটি, ও মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম হাফি. এর হেদায়ার উপর লিখিত একটি বই শায়খের কাছে দেই। শায়খ একটি দোয়া লিখে নিজের সাইন দিয়ে দেন। মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম আরেকটি মুলাহাযা জমা দিয়েছেন শায়খের কাছে। উসূলে ইফতার উপর করা। শায়খ সেটা সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

শায়খের কাছে বিনীতভাবে জানতে চাই, বাংলাদেশে আমাদেরকে বিভিন্ন শারীয়াহ বোর্ডে ডাকছে, আমরা যাবো কিনা? আমাদের দেশের সম্মানিত কিছু আলেম বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে দেখেন। শায়খ উত্তরে বললেন, 'যদি যাওয়ার দ্বারা ফায়দা হয়, তারা পরিবর্তন হয়, তাহলে যাবেন। আর যখন দেখবেন তারা পরিবর্তন হচ্ছে না, কথা শুনছে না, তখন বের হয়ে আসবেন।' সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত শেষে শায়খের কাছ থেকে দোয়া ও বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

সামগ্রিকভাবে এই সফরে আমাদের পাকিস্তান সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে। করাচীর পথঘাট দেখে আমাদের

শায়খের কাছে বিনীতভাবে জানতে চাই, বাংলাদেশে আমাদেরকে বিভিন্ন শারীয়াহ বোর্ডে ডাকছে, আমরা যাবো কিনা? আমাদের দেশের সম্মানিত কিছু আলেম বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে দেখেন। শায়খ উত্তরে বললেন, 'যদি যাওয়ার দ্বারা ফায়দা হয়, তারা পরিবর্তন হয়, তাহলে যাবেন। আর যখন দেখবেন তারা পরিবর্তন হচ্ছে না, কথা শুনছে না, তখন বের হয়ে আসবেন।'

দেশের ঢাকার মতো মনে হবে। মনে হবে একই শহর, এটাকে কেটে দুই ভাগ করা হয়েছে। কিছু ইন্সফ্রাকচার আছে, যেগুলো আমাদের ঢাকা থেকেও পুরনো। কিন্তু করাচীতে যেহেতু পোর্ট আছে, ফলে ওখানে অনেক বেশি বিজনেস। যদিও ইন্সফ্রাকচারাইজ এখানে অত উন্নত হয়নি। সফরটি আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় ছিল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই শিক্ষাগুলো আমলে নেয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামীর শিক্ষার্থীর অসাধারণ অর্জন!

আলহামদুলিল্লাহ! মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী একে একে ৪টি শিক্ষাবর্ষ সফলভাবে সম্পন্ন করে আমরা ৫ম শিক্ষাবর্ষে পদার্পণ করেছি। এই পথচলায় আমাদের সাবেক শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে দেশে ও দেশের বাইরে ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গনে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও অনুপ্রেরণার।

আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শেষ সেমিস্টারে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা, যা শিক্ষার্থীদের গবেষণার দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

এই ধারাবাহিকতায় বিগত শিক্ষাবর্ষের মেধাবী ছাত্র মাওলানা আরিফুল ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র পস্তুত করেন The Potential of NFTs and Digital Assets in the Bangladesh Economy: An Economic and Shariah Perspective শিরোনামে। মারকাযের সম্মানিত পরিচালক ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি. এর সুপারভাইজরি ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

সম্প্রতি গবেষণাপত্রটি Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM) আয়োজিত ১০th Annual Conference on Financial Sector-এ সাবমিট করা হয়, এবং তা সম্মানজনকভাবে গৃহীত হয়। BIBM এর ১০th Annual Conference এ দেশের কওমি অঙ্গন থেকে গৃহীত এটিই একমাত্র গবেষণা পেপার। মাওলানা আরিফুল ইসলামকে কনফারেন্সে সরাসরি প্রেজেন্টেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সফলভাবে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন এবং প্রশংসিত হন। যা মারকাযের ইতিহাসে এক গর্বিত সংযোজন।

আমরা দোয়া করি—আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল শিক্ষার্থীকে দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে ইসলামী অর্থনীতির ময়দানে নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করুন। আমিন।

ইসলামী অর্থনীতি; পরিচিতি ও বিধানসমূহ

মাওলানা আহসানুল ইসলাম

প্রাক্-কথন:

ইসলামী অর্থনীতি কেবল অর্থনৈতিক তত্ত্ব নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশিত ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার অঙ্গ। এটি সম্পদ অর্জন, বণ্টন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে শরঈ বিধানের বাস্তব প্রতিফলন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

'ইসলামী অর্থনীতি' (আরবি: الاقتصاد الإسلامي) শব্দগতভাবে দুটি অংশে বিভক্ত:

এক. ইকতিসাদ (الاقتصاد): শব্দটি আল-কাসদু (القصد) থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ সঠিক পথ, মধ্যমপন্থা, ভারসাম্য (লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃ. ১৭৮)।

পরিভাষিক অর্থ: অপচয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী অবস্থান (মু'জামুল মুসতালাহাত, পৃ. ৭২)।

দুই. ইসলাম (الإسلام): আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা বাস্তবায়ন (লিসানুল আরব, খণ্ড-৬, পৃ. ৩৪৫)।

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা:

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আরাবী বলেছেন, 'কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত অর্থনৈতিক মৌলনীতিসমূহের সমষ্টি, যার ভিত্তিতে প্রতিটি সমাজ ও যুগের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে।'

ফিকহ ভিত্তিক সংজ্ঞা: 'অর্থোপার্জন, ব্যয় ও সম্পদ প্রবৃদ্ধির পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত দলিলভিত্তিক শরঈ বিধানাবলীর জ্ঞান।' সংজ্ঞা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে সেটি হলো, ইসলামী অর্থনীতি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং বাস্তব জীবনের নির্দেশিকা। যেমন: 'অর্জিত সম্পদ হালাল হতে হবে'—এটি ইসলামী অর্থনীতির একটি নীতিগত দাবি। কিন্তু কীভাবে? কোন পদ্ধতিতে হালাল সম্পদ অর্জিত হবে? তার ফিকহী বিশ্লেষণ ইসলামী অর্থনীতির একটি বৃহৎ অঙ্গ।

ইসলামী অর্থনীতির বিধান: দুই শ্রেণিতে বিভক্ত

১. অপরিবর্তনশীল বিধান (الأحكام الثابتة):

পরিচয়: কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অকাট্য দলিল (الدليل القطعي) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যুগের-পরিবর্তনে এতে কোনো রদবদল হয় না। নিচের টেবিলটি লক্ষ করুন,

বিধান	কুরআনের আয়াত	মর্ম
ব্যবসা হালাল, সুদ হারাম	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا বাকারা: ২৭৫	আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।
যাকাতের বিধান	خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا তাওবা: ১০৩	তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র করবে।
পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা	يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ নিসা: ২৯	পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; কেবল সম্মতিভিত্তিক ব্যবসাই বৈধ।
সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ	وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى ءَاتَىٰكُمْ নূর: ৩৩	আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন, তা থেকে (অন্যদের) দাও।

অপরিবর্তনশীল বিধান (الأحكام الثابتة) এর বৈশিষ্ট্য:

ক. সার্বজনীনতা ও নমনীয়তা:

- এই বিধানগুলি কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।
- এতে মানবজীবনের অপ্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- জীবনের প্রতিটি নতুন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সমাধান এর মধ্যে নিহিত।

খ. অপরিবর্তনশীলতা:

- কালের বিবর্তন, যুগের পরিবর্তন কিংবা সমাজের রূপান্তর—কোনো কিছুতেই এই বিধানে রদবদল হয় না।
- হালাল চিরকাল হালাল, হারাম চিরস্থায়ী হারাম, ফরজ চিরন্তন ফরজ।
- তবে এই স্থিরতা কখনোই জীবনের গতিশীলতাকে অগ্রাহ্য করে না; বরং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবৈধ প্রভাব ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করে।

মূল উদ্দেশ্য:

- মানবরচিত মতবাদ, অনৈতিকতা ও খেয়ালখুশির প্রভাব থেকে শরীয়তের বিধানকে সুরক্ষিত করা।
- ইসলামী অর্থনীতির পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখা।

গ. জ্ঞানের অবস্থান: নিয়ন্ত্রক, নিয়ন্ত্রিত নয়:

- ইসলামে জ্ঞান হলো সার্বভৌম কর্তৃত্ব—এটি নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু কখনো নিয়ন্ত্রিত হয় না।
- এজন্যই মানুষকে এই বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, এর অনুসারী হতে হয়।
- বিপদ তখনই, যখন বিধান মানুষের ইচ্ছা-অভিরুচির দাসে পরিণত হয়—এটি ইসলামের মৌল লক্ষ্যের পরিপন্থী।

২. পরিবর্তনশীল বিধান:

পরিচয়: এই বিধানগুলোর দলিল অকাট্য (ক্বাতঈ) নয়, বরং প্রাকল্পিক (যন্নী)। এটা হতে পারে:

- দলিলের সনদ (উৎস) সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, অথবা
- দলিলের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে অনুমাননির্ভরতা।

পরিবর্তনশীল বিধানএর (الأحكام المتغيرة) বৈশিষ্ট্য:

১. এগুলি চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক নয়।

২. সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে ইজতিহাদক্ষম আলেমগণ উপযুক্ত বিধান বেছে নিতে পারেন।

৩. প্রয়োজনে পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসা যায়—যদি নতুন পথে অধিক কল্যাণ নিহিত থাকে।

৪. জনগণের জন্য এসব বিধান মান্য করা আবশ্যক—কারণ তা কুরআন-সুন্নাহ-ইজমার ভিত্তিতে প্রমাণিত।

শর্তাবলি:

- ইজতিহাদ কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে হতে হবে।
- নতুন বিধানে জনকল্যাণ (مصلحة) নিশ্চিত করতে হবে।

ঐতিহাসিক উদাহরণ: হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত:

- মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (নব্যদীক্ষিত মুসলিমদের আর্থিক সহায়তা) বন্ধ করা।
- বিজিত ভূমিতে খারাজ (কৃষি কর) চালু করা।

সতর্কবার্তা: 'যে বিধান ক্বাতঈ বা যন্নী দলিল দ্বারা সমর্থিত নয়, তা ইসলামী শরীয়তের অংশ নয়—এমনকি মানুষ তা পছন্দ করলেও।' যেমন:

- সুদভিত্তিক বিনিয়োগ
- প্রতারণা ও ছলচাতুরী
- ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান
- নিষিদ্ধ প্রকারের বীমা

শেষ কথা:

ইসলামী অর্থনীতি একটি জীবন্ত ব্যবস্থা—যার মৌল বিধান চিরস্থায়ী, আবার প্রয়োগপদ্ধতি যুগের চাহিদায় নমনীয়। এটি সম্পদকে সমাজের জন্য বরকতময় করে তোলে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর শরীয়াহ নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর পরিচয় :

Investopedia তে এফিলিয়েট মার্কেটিং এর পরিচয় দেয়া হয়েছে, Affiliate marketing is an advertising model in which a company compensates third-party publishers to generate traffic or leads to the company's products and services. The third-party publishers are affiliates, and the commission fee incentivizes them to find ways to promote the company.

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হল একটি বিজ্ঞাপনের মডেল, যেখানে একটি কোম্পানি তার গ্রাহকদেরকে কোম্পানির পণ্য ও পরিষেবা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য তৃতীয় পক্ষ তথা প্রচারকারীদেরকে কমিশন প্রদান করে। এই তৃতীয় পক্ষের প্রচারকারীরা হল অ্যাফিলিয়েট, এবং কমিশন ফি তাদেরকে কোম্পানির প্রচারের উপায় খুঁজতে উৎসাহিত করে।

সহজ কথায়, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হল কোন কোম্পানির পণ্য বা পরিষেবা প্রচার করে বিক্রিত পণ্যের নির্দিষ্ট পার্সেন্ট কমিশন আয় করা। যেমন মনে করুন, কারো দারাজ অ্যাফিলিয়েট একাউন্ট রয়েছে। তার একাউন্টে প্রচার করা লিংকের মাধ্যমে দারাজের একটি ফ্রিজ বিক্রি হল, যার মূল্য ৫০,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে দারাজের সাথে তার চুক্তি যদি হয় ৪% কমিশনের, তবে উক্ত ফ্রিজ বিক্রয় থেকে তার আয় হবে ২০০০ টাকা।

বর্তমান সময়ে ব্লগার, ইউটিউবার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস তাদের নিজেদের প্লাটফর্মে প্রচার করে থাকে, বিনিময়ে তারা কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন পেয়ে থাকে।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কিভাবে করে?

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে মৌলিকভাবে চারটি পক্ষ জড়িত থাকে। যথা :

- অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক বা মার্কেটপ্লেস
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার
- বিক্রেতা বা পণ্য উৎপাদনকারী
- ক্রেতা বা কাস্টমার

১. অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক বা মার্কেটপ্লেস :

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে মূল সম্পর্ক বিক্রেতা এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের মাঝে হলেও অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক বা মার্কেটপ্লেস সেখানে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। পণ্য বিক্রয়কারী কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এসকল নেটওয়ার্কে অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম চালু করে। সেসব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য বিভিন্ন অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট রয়েছে। বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় কয়েকটি অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক হল CJ Affiliate, Amazon Associates, eBay Partner, Clickbank ইত্যাদি।

২. অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার : যিনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আয় করতে চান।

৩. বিক্রেতা বা পণ্য উৎপাদনকারী : যারা তাদের পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে প্রোগ্রাম চালু করে এবং নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের মাধ্যমে পণ্যের প্রচারণা চালায়।

৪. ক্রেতা বা কাস্টমার : যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের প্রচার করা লিংক থেকে পণ্য ক্রয় করে কিংবা পণ্য

উৎপাদনকারী কোম্পানির ওয়েবসাইট, বিজনেস পেইজ ইত্যাদি ভিজিট করে।

একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার যখন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চায়, তখন প্রথমত তাকে কোন একটি অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। সেই একাউন্টের মাধ্যমে সে পণ্য বিক্রয়কারী কোম্পানির অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং একটি Tracking ID পায়। এরপর নিজের ওয়েবসাইট, ইমেইল, ইউটিউব চ্যানেল বা ফেইসবুক পেইজে উক্ত কোম্পানির পণ্যের মার্কেটিং করে ও লিংক শেয়ার করে। তার শেয়ার করা লিংকে যখন কোন কাস্টমার প্রবেশ করে তখন কোম্পানি Tracking ID দেখে মার্কেটারকে শনাক্ত করতে পারে ও বিক্রিত পণ্যের নির্দিষ্ট পার্সেন্ট কমিশন তাকে প্রদান করে।

পেমেন্ট নির্ধারণ পদ্ধতি :

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে মার্কেটারের পেমেন্ট বা কমিশন দুইভাবে নির্ধারণ হয়ে থাকে :

এক. মাসিক পেমেন্ট : অর্থাৎ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার তার ওয়েবসাইট, ইমেইল, ইউটিউব চ্যানেল বা ফেইসবুক পেইজে কোম্পানির পণ্যের মার্কেটিং করবে। বিনিময়ে কোম্পানি তাকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেমেন্ট পাবে। প্রোডাক্ট সেল হোক বা না হোক।

দুই. সেল প্রতি কমিশন : অর্থাৎ শুধু মার্কেটিং করার দ্বারা কমিশন পাবে না, বরং পণ্য সেল হলে কমিশন পাবে। যত সেল হবে তত কমিশন।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে এই ২য় পদ্ধতিটিই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে পেমেন্ট নির্ধারণ আবার তিন ভাবে হয়ে থাকে :

প্রতি সেল থেকে : মার্কেটারের দেয়া লিংক থেকে পণ্য সেল হলে তার নির্দিষ্ট পার্সেন্ট কমিশন মার্কেটার পাবে।

প্রতি ক্লিক থেকে : সেল হওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র মার্কেটারের প্রমোট করা লিংকে ক্লিক করে কেউ যদি কোম্পানির ওয়েবসাইট ভিজিট করে তাহলেই মার্কেটার টাকা পাবে। এক্ষেত্রে কমিশন দেয়া হয় না, বরং ক্লিক প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়া হয়। যেমন, নির্ধারণ করা হল প্রতি ক্লিকে ২৫ সেন্ট, তাহলে ৪ জন ক্লিক করলে পাওয়া যাবে এক ডলার।

প্রতি লিড থেকে : এর অর্থ হল, কেউ যদি মার্কেটারের দেয়া লিংক থেকে কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রোডাক্ট কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে যেমন মেসেজ করল, পণ্যের দাম জানতে চাইল বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে চাইল ইত্যাদি, তাহলে মার্কেটার টাকা পাবে।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলো জানার পরে এবার আমরা এর শরীয়াহ বিধান নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

শরীয়াহ নির্দেশনা :

শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাসিক পেমেন্ট পদ্ধতি হচ্ছে 'ইজারা চুক্তি' আর সেল প্রতি কমিশন এর তিনও প্রকার 'দালালী চুক্তি', যা মৌলিকভাবে বৈধ। শর্ত হল, এতে কোন শরীয়াহ নিষিদ্ধ বিষয় থাকতে পারবে না। অতএব, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে শরীয়াহ নির্দেশনা হল :

১. যেসকল কোম্পানি শুধুমাত্র হারাম পণ্য বা সেবা বিক্রি করে তাদের মার্কেটিং করা বৈধ নয়।

২. যেসকল কোম্পানি শুধু হালাল পণ্য কিংবা হালাল হারাম উভয় প্রকার পণ্য বিক্রি করে, তাদের হালাল পণ্যের মার্কেটিং করা বৈধ।

৩. মার্কেটিংয়ে পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা থাকতে পারবে না।

৪. বিজ্ঞাপন মিউজিক এবং অশ্লীল/অবৈধ ছবি সম্বলিত হতে পারবে না।

৫. পণ্য বিক্রয়কারী কোম্পানির সাথে অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সময় পেমেন্ট মেথড এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন পরবর্তীতে বিবাদের সম্ভাবনা না থাকে।

৬. মার্কেটারের দেয়া লিংকে কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে কাস্টমার যেসকল হালাল পণ্য ক্রয় করবে, তার কমিশন নেয়া বৈধ। হারাম পণ্যের কমিশন নেয়া বৈধ নয়। তাই হারাম পণ্যের কমিশন সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সকদা করে দিতে হবে।

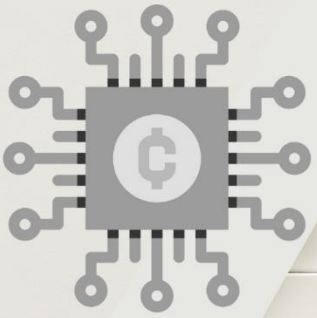

নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFTs): সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ও শরয়ী বিশ্লেষণ

মাওলানা আরিফুল ইসলাম

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির এই সময়ে, ডিজিটাল সম্পদের ধারণা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। ডিজিটাল সম্পদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সহজভাবে বললে, ডিজিটাল সম্পদ হলো, এমন কিছু যা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয় এবং মূল্যবান। (রুসিলি, ২০২৫) এমনই একটি বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় ডিজিটাল সম্পদ হলো নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT)। ব্লকচেইনভিত্তিক নন-ফাঞ্জিবল টোকেন বা এনএফটি (NFT) উদ্ভবের মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদের মালিকানায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এই প্রযুক্তি বিভিন্ন খাতে অনন্য, অপরিবর্তনযোগ্য ও যাচাইযোগ্য ডিজিটাল প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি করেছে। যদিও এনএফটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে, ইসলামি আর্থিক জগতে এটি নিয়ে প্রবল আলোচনা ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে—এর নতুনত্ব, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং শরিয়তের নীতিমালার সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতকে কেন্দ্র করে।

এই প্রবন্ধে এনএফটির বিদ্যমান অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে এনএফটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, কার্যক্রমের পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গতিবিধি তুলে ধরা হয়েছে।

NFTs কী?

NFT হলো এক ধরনের ডিজিটাল সম্পদ—যা ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং যার মধ্যে কিছু মূল্য, মালিকানা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট অধিকারের প্রতিনিধিত্ব থাকে, যা ডিজিটালি হস্তান্তরযোগ্য। একটি NFT মূলত একটি অনন্য ডিজিটাল সনদ, যা ব্লকচেইনে সংরক্ষিত থাকে এবং কোনো ডিজিটাল কিংবা বাস্তব সম্পদের মালিকানা প্রমাণ করে (Opensea, 2022)। তবে এর এই 'অনন্যতা' সাধারণত NFT-এর মেটাডেটার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, প্রকৃত সম্পদের সঙ্গে নয় (Qin Wang et al., 2021)। তা সত্ত্বেও, এটি ডিজিটাল চিত্রকলা, সঙ্গীত, গেমস, ভার্চুয়াল রিয়েল এস্টেট ও মেধাস্বত্বের মতো বিভিন্ন সম্পদের ওপর একচেটিয়া মালিকানার অধিকার প্রদান করে।

NFT-গুলো ফাঞ্জিবল বা পরিবর্তনযোগ্য সম্পদের মতো নয়—যেগুলো পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য ও বিভাজ্য, যেমন টাকার নোট (যা ইসলামি ফিকহে 'মিছলি' নামে পরিচিত)। অপরদিকে, 'নন-ফাঞ্জিবল' সম্পদ হলো অনন্য, যেগুলোর স্থান অন্য কোনো অনুরূপ বস্তু নিতে পারে না—যেমন একটি নির্দিষ্ট গরু (ফিকহি পরিভাষায় 'গায়র মিছলি')। সুতরাং, NFT হলো একটি নন-ফাঞ্জিবল সম্পদ, যার প্রতিটি এককই স্বতন্ত্র এবং একটির পরিবর্তে আরেকটি ব্যবহারযোগ্য নয়। অন্যদিকে, বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি ফাঞ্জিবল অর্থাৎ একে অন্যে পরিবর্তনযোগ্য।

NFT-এর কিছু মূল বৈশিষ্ট্য হলো,

- এর অনন্যতা
- অপরিবর্তনযোগ্যতা (যদিও বর্তমানে কিছু 'ভগ্নাংশে বিভক্ত NFT' বিদ্যমান)
- ব্লকচেইনের মাধ্যমে স্থানান্তরের সুবিধা
- কৃত্রিম স্বল্পতা বা নির্দিষ্ট সংখ্যায় তৈরি হওয়ার নিশ্চয়তা
- নির্মাতার জন্য পরবর্তী বিক্রয় থেকে স্বয়ংক্রিয় রয়্যালটি পাওয়ার সম্ভাবনা
- স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সঙ্গে সংযুক্তির ক্ষমতা ও প্রোগ্রামযোগ্যতা

NFT-এর প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ব্লকচেইন লেজার
- স্মার্ট কন্ট্রাক্ট
- একটি বিশেষ টোকেন আইডি
- সম্পদ সম্পর্কিত মেটাডেটা
- নিজস্ব ডিজিটাল সম্পদ
- এবং মালিকানা, যা ব্লকচেইন ওয়ালেট ঠিকানার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

NFT তৈরি ও কেনাবেচার সাধারণ প্রক্রিয়া

প্রথমে একটি ব্লকচেইন নির্বাচন করা হয়, এরপর একটি ক্রিপ্টো ওয়ালেট তৈরি করে তাতে কিছু অর্থ যোগ করতে হয়—যা বিভিন্ন ফি পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। এরপর ব্যবহারকারী তার কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল সম্পদ ও তার বর্ণনামূলক তথ্য (মেটাডেটা) আপলোড করে NFT 'মিন্ট' করেন, অর্থাৎ NFT হিসেবে তৈরি করেন। এরপর এটি নির্দিষ্ট মূল্য বা নিলামের ভিত্তিতে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়। লেনদেন সম্পন্ন হলে, ক্রেতা NFT পান আর বিক্রেতা পেয়ে থাকেন চুক্তিকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি।

NFT বাজারের বিকাশ ও প্রয়োগ

NFT প্রথমবার আলোচনায় আসে ২০১৪ সালে, তবে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে ২০১৭ সালে, জনপ্রিয় CryptoKitties প্রকল্পের মাধ্যমে। ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে NFT বাজারে এক বিস্ফোরক প্রবৃদ্ধি দেখা যায়—যার পেছনে ছিল COVID-19 মহামারি ও OpenSea, Rarible-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রসার। ২০২১ সালে এটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায়, যখন Beeple-এর একটি ডিজিটাল শিল্পকর্ম ৬৯ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়, এবং NFT বাজারের মোট মূল্য ৪১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। তবে ২০২২ সালে বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং NFT-এর মূল্যে উল্লেখযোগ্য পতন ঘটে।

যদিও লেনদেনের পরিমাণ কমে আসে এবং কিছু প্রধান প্ল্যাটফর্ম তাদের NFT পরিষেবা বন্ধ করে দেয় (Cointelegraph, 2024), ২০২৪ সালে NFT ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—যা বাজারে পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

NFT-এর প্রচলিত আইটেমগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল আর্ট (যেমন Beeple-এর "Everydays", CryptoPunks), গেমিং আইটেম (যেমন Axie Infinity-র চরিত্র বা Decentraland-এর ভার্চুয়াল জমি), সঙ্গীত ও অডিও (যেমন NFT হিসেবে প্রকাশিত অ্যালবাম ও সরাসরি উপার্জনের মডেল), মেটাভার্স প্ল্যাটফর্মে অবস্থিত ভার্চুয়াল রিয়েল এস্টেট, খেলাধুলা সংক্রান্ত স্মারক (যেমন NBA Top Shot-এর হাইলাইটস), এবং অন্যান্য—যেমন ভার্চুয়াল পোশাক বা ইভেন্টের টিকিট।

এনএফটি (NFT)-এর শরয়ী বিশ্লেষণ

এনএফটি হাল জমানায় ইসলামী স্কলারদের মধ্যে গভীর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে—শরিয়তের আলোকে এটি বৈধ কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছু আলেম এনএফটির লেনদেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আবার কেউ কেউ কঠোর শর্তসাপেক্ষে একে বৈধ বলেছেন। যেহেতু এনএফটি একটি কমোডিটি বা পণ্য, তাই শরিয়ত অনুযায়ী একটি এনএফটি লেনদেনকে বৈধ হিসেবে গণ্য করতে হলে কোন পণ্য বা কমোডিটি বৈধ হওয়ার যেসব মৌলিক শর্ত রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই শর্তগুলো হলো:

মালিয়াহ (সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি): এনএফটি-কে সাধারণভাবে কি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

তাকাওউম (শরয়ী বৈধতা): এটি কি শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও কার্যকর কোনো ব্যবহারিক উপকার এনে দেয়?

অস্তিত্ব (উজূদ): লেনদেনের সময় সম্পদটি বাস্তবে বিদ্যমান আছে কি?

মালিকানা (মিলকিয়াহ): বিক্রেতা কি এনএফটির প্রকৃত মালিক? এই মালিকানা কি নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ?

হস্তান্তরযোগ্যতা (কাবিলিয়্যাতুন-নাকল): এনএফটি কি ক্রেতার কাছে বৈধভাবে হস্তান্তরযোগ্য?

স্পষ্ট বিবরণ (ইলম ও বায়ান): এনএফটি কি যথেষ্ট পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যাযুক্ত?

বিক্রেতার দখল (কব্দ): বিক্রেতার কাছে কি সম্পদটির প্রকৃত দখল আছে? যদি তা বাস্তব সম্পদ হয় তবে তা হাকিকী কবদ হতে হবে, আর ডিজিটাল সম্পদের ক্ষেত্রে হুকমী কবদ হলেও চলবে। তবে এনএফটি যদি কোনো বাস্তব সম্পদের কেবল ডিজিটাল সার্টিফিকেট হয় এবং প্রকৃত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে এখানে হাকিকী কবদের অভাব শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ। অন্যদিকে, ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত ডিজিটাল সম্পদের ক্ষেত্রে হুকমী কবদ সাধারণভাবে প্রাপ্ত হয়, কেননা সেখানে মালিকানা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সুরক্ষিত থাকে।

ইসরাফ (অপচয়) থেকে বিরত থাকা: এনএফটি কেনা কি অপ্রয়োজনীয় খরচ বা অপচয় হিসেবে গণ্য হয়?

অন্যান্য শরয়ী বিধানের প্রতি আনুগত্য: এই লেনদেন কি শরিয়তের অন্য কোনো মূলনীতি লঙ্ঘন করছে কি না? (ফিকহুল বুয়ু, ১: ২৫৯)

গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী উদ্বেগসমূহ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এনএফটি-কে শরিয়তসম্মত করার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে:

অপচয় বা ইসরাফ: ইসলাম অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ব্যয় নিষিদ্ধ করে। (আহকামুল কুরআন, ১: ৬৫০, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ১০: ২৪৭) অনেক এনএফটি লেনদেনের বিপুল মূল্য এতোটা অযৌক্তিক যে তা বাস্তব উপকারের তুলনায় অতিরঞ্জিত এবং শরিয়তের চোখে অপচয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

জুয়া (কিমার) ও অনিশ্চয়তা (গারার): কিমার ও গারার শরীয়তের দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ। (সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৯০, আহকামুল কুরআন: ১: ৩৯৮, আল মউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, ৩৯, ৪০৪, নাতায়িজুল বুহুস ওয়া খাওয়াতিমুল কুতুব, ৪: ১২৮)

এনএফটি কেনাবেচার পুরো প্রক্রিয়াটি উচ্চমাত্রার জুয়া ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মুনাফার আশায় সম্পদ বিনিয়োগ করা, প্রকৃত ব্যবহারিক উপকারের অভাব এবং দামের চরম ওঠানামা—এসব মিলিয়ে এটি অনেকাংশে জুয়ার বৈশিষ্ট্য বহন করে, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ (মাইসির)। এমনকি আংশিক গারার থাকলেও তা নিষিদ্ধ। অনেক সময় এনএফটি ক্রেতারা ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত লাভের আশায় বড় অংকের অর্থ বিনিয়োগ করেন, যার ফলাফল অনিশ্চিত। এমন অনিশ্চয়তা প্ল্যাটফর্মগুলো নিজেরাই স্বীকার করে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার: এনএফটির প্রায় সব লেনদেনে Ether-এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহৃত হয়। তবে অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সিকে শরিয়ত-বিরোধী বলে মনে করে—এর উচ্চ অস্থিরতা, অনুমাননির্ভরতা ও নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value)-এর অনিশ্চয়তা থাকার কারণে। এ কারণে, এনএফটি লেনদেন শরিয়তের দৃষ্টিতে আরও জটিল হয়ে পড়ে। (দারুল ইফতা বানুরী টাউন, ফতোয়া নং: ১৪৪৩০৭১০০২২৬)

মালিকানার অস্পষ্টতা ও রয়্যালটির পদ্ধতি: এনএফটি মালিক হলে কেবল একটি ডিজিটাল সার্টিফিকেটের মালিক হওয়া যায়—প্রকৃত কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মালিকানা পাওয়া যায় না। ফলে ব্যবহারিক উপকার সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল।

আবার রয়্যালটির ধারাবাহিকতা—যেখানে নির্মাতা প্রতিবার বিক্রয় থেকে উপকৃত হয়—এটিও শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ এটি পূর্ণ মালিকানা হস্তান্তরের মূলনীতির পরিপন্থী। তাছাড়া মূল্য নির্ধারণের অস্পষ্টতা (জাহালাহ) ও গারারও বড় চ্যালেঞ্জ।

শরয়ী অভিমতের সারকথা

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, বর্তমানে এনএফটি শরিয়তসম্মত করার পথে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যতদিন না এগুলোর মধ্যে—বৈধ উপকার, অপচয় থেকে মুক্তি, অনুমাননির্ভরতা, জুয়ার উপাদান, প্রকৃত মালিকানা, রয়্যালটি ব্যবস্থা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির শরিয়তসম্মততা—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাধান না হবে, ততদিন এনএফটি-কে পূর্ণ শরিয়তসম্মত বলা সম্ভব নয়।

এনএফটি-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি

অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এনএফটি-র সামনে কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

নিয়ন্ত্রণগত অনিশ্চয়তা: এনএফটি ও ক্রিপ্টোকারেন্সি বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো আইনগত কাঠামো নেই, যা বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিতে ফেলে এবং বাজারে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করে।

বিনিয়োগের অস্থিরতা: এর উচ্চ অনুমাননির্ভরতা ও অপ্রত্যাশিত মূল্য ওঠানামা বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, বিশেষত যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল।

প্রযুক্তিগত ও জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা: ডিজিটাল শিক্ষার অভাব, দুর্বল ইন্টারনেট, সাইবার নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর দুর্বলতা এর ব্যাপক প্রসারে অন্তরায়।

কর ও আইনগত জটিলতা: কর কাঠামো এখনো অনির্ধারিত এবং আইনি স্বীকৃতি অস্পষ্ট হওয়ায় লেনদেনে জটিলতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

প্রতারণা ও অর্থপাচারের ঝুঁকি: পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় 'রাগ পুল' (হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া প্রকল্প) এবং আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি অনেক বেশি।

শরিয়তসম্মততার অভাব: মুসলিম বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ইসলামি সামাজিক অর্থব্যবস্থায় এনএফটি (NFT)-এর সম্ভাব্য ব্যবহার

এনএফটি ইসলামি সামাজিক অর্থব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা রাখে—বিশেষ করে ওয়াক্ফ (স্থায়ী দান) ও জাকাত খাতে।

ওয়াক্ফ: ব্লকচেইনভিত্তিক NFT ব্যবহারের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পদ ডিজিটালি নিবন্ধন করা সম্ভব, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এ পদ্ধতিতে মালিকানা, ব্যবহার ও লেনদেনের তথ্য নির্ভরযোগ্যভাবে সংরক্ষিত থাকবে। ডিজিটাল সম্পদকে ওয়াক্ফ ঘোষণার মাধ্যমে তা সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করা যাবে, আর NFT ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের একটি আধুনিক, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম তৈরি হবে—যা দাতাদের আস্থা আরও বৃদ্ধি করবে। স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের মাধ্যমে ওয়াক্ফ আয়ের স্বয়ংক্রিয় বিতরণও সম্ভব হতে পারে।

যাকাত: যেসব NFT বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, সেগুলো ব্যবসায়িক সম্পদ হিসেবে যাকাতযোগ্য। তবে এগুলোর যাকাতযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা জটিল, কারণ এদের দাম খুবই অস্থির ও পরিবর্তনশীল। বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে এনএফটি ইস্যুর প্রাথমিক মূল্যকে ভিত্তি ধরার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত আনন্দ বা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেনা NFT-তে যাকাত ফরজ হয় না।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—যেহেতু এনএফটি প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের অনুমাননির্ভর, অনির্ধারিত মূল্যের সম্পদ এবং ইসলামি শরিয়ত যাকাত পরিশোধের জন্য স্থিতিশীল ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত সম্পদ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়, তাই এনএফটি-কে সরাসরি যাকাত পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা শরিয়তসম্মত নয়।

সুপারিশসমূহ

NFT-কে ইতিবাচক ও নৈতিকভাবে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে নীতিনির্ধারকদের জন্য নিচের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন—

নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন:

NFT-এর মালিকানা, করব্যবস্থা ও অর্থপাচার প্রতিরোধ—এই সব বিষয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংগঠিত আইনগত কাঠামো তৈরি করতে হবে। এর মাধ্যমে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং সাধারণ ব্যবহারকারীরা সুরক্ষা পাবে।

সাধারণ শিক্ষার প্রসার ও ডিজিটাল সাক্ষরতা:

NFT ও ব্লকচেইন প্রযুক্তি, এর ঝুঁকি ও সম্ভাবনা নিয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে মানুষ সচেতনভাবে এবং নিজ সিদ্ধান্তে প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নৈতিক ও শরিয়তসম্মত কাঠামো গঠন:

NFT লেনদেনকে শরিয়তসম্মত করতে হলে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন, যেখানে বৈধ ও উপকারী সম্পদের ওপর ভিত্তি করে লেনদেন হবে, জুয়া ও অপচয়ের প্রবণতা থাকবে না, এবং স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। শরিয়াহ পর্যালোচনা বোর্ড দ্বারা তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে হবে। এর বাস্তব উদাহরণ হতে পারে ইসলামি চিত্রকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক NFT-এর জন্য শরিয়তসম্মত একটি মার্কেটপ্লেস গড়ে তোলা।

উপসংহার

NFT প্রযুক্তি নতুন দিগন্তের দুয়ার খুলে দিয়েছে—নিরাপদ লেনদেন, নতুন আয়ের পথ ও উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির সুযোগ এনেছে। তবে এর পাশাপাশি রয়েছে দামের অস্থিরতা, জুয়া-সদৃশ অনুমাননির্ভরতা ও আইনগত অনিশ্চয়তার মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জ, যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও ডিজিটাল অজ্ঞতার কারণে আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এনএফটির ক্ষেত্রে জুয়ার উপাদান, মালিকানার অস্পষ্টতা ও রয়্যালটির বিতর্কিত গঠন পদ্ধতি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও ওয়াক্ফ ও যাকাতের মতো খাতে এর ইতিবাচক ব্যবহারিক সম্ভাবনা আছে, যা সমাজকল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে NFT ব্যবস্থাকে সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন—একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকর নীতিমালা, জনশিক্ষা এবং শরিয়তসম্মত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমেই NFT প্রযুক্তিকে নৈতিক ও টেকসই উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে।

রেফারেন্স

Adam F, (2021) NFT Shariah Compliant. Amanah Advisory

Cointelegraph. (2023). Crypto phishing scams took almost $300M from 324K victims in 2023: Report. https://cointelegraph.com (Retrieved February 15, 2025)

Rosele, M. I., Muneem, A., Ali, A. K., & Che Seman, A. (2025). A proposed zakat model for digital assets from the Shariah perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

Taqi Usmani, M. (n.d.). Fiqh al-Buyu'. Ma'ariful Qur'an.

Opensea (2022). What is an NFT? https://opensea.io/learn/nft/what-are-nfts (Retrieved August 26, 2022)

Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges. SSRN Electronic Journal.

সাদিকুর রহমান, গাজীপুর

প্রশ্ন: 'ষোলো' একটি সামাজিক প্লাটফর্ম। গরীব মানুষদের কম্বল বিতরণের জন্য মানুষের কাছ থেকে ডোনেশন কালেক্ট করছে। এ ছাড়াও তারা বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকে। যা মূলত মানুষের ডোনেশনের মাধ্যমেই হয়।

প্রশ্ন হল, সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরীরত কারো কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করা যাবে কি? বিশেষত যদি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া টাকা দিতে চায়।

উত্তর: সুদী ব্যাংকে চাকুরি করা জায়েজ নয়। এর থেকে উপার্জিত সম্পদও বৈধ নয়। যেকোন হারাম উপার্জনের ক্ষেত্রে বিধান হল, প্রথমত তা পরিপূর্ণরূপে বর্জন করা ও তা থেকে তাওবা করা। অতপর উপার্জিত সম্পদ মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর যদি মালিক জানা সম্ভব না হয়, তাহলে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সদকার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি বা জনকল্যাণমূলক খাতে দান করে দেওয়া।

যেহেতু 'ষোলো' একটি জনকল্যাণমূলক সামাজিক প্লাটফর্ম, তাই প্রশ্নোক্ত সদকার টাকা তাদেরজন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে।

সূত্র: তাবয়ীনুল হাকায়েক ৭/৬০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪০৩, আল মাজমু' ৯/৩১৫, আল মাআইরুশ শারইয়্যাহ, ৬: ২/১০, ফাতাওয়া উসমানী ৩/১২৯

আবুল ফয়েজ, বরিশাল

প্রশ্ন: জনাবা আফসানা বেগম জানেন তার স্বামীর ইনকাম হারাম। তিনি বিভিন্ন হারাম কারবারের সঙ্গে জড়িত। এমতাবস্থায় স্বামীর হারাম সম্পদ থেকে ভরণ-পোষণ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ কি?

উত্তর: প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে জনাবা আফসানা বেগমের উপর কর্তব্য হল, প্রথমত স্বামীকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। পাশাপাশি শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে নিজে হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা। এতে সক্ষম না হলে, হালাল উপার্জনের তালাশ জারি রেখে কেবলমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ স্বামীর সম্পদ থেকে নিতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সরাসরি হারাম সম্পদ না নিয়ে তার বিনিময়ে ক্রয়কৃত বা গৃহিত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকবেন।

সূত্র: ফাতাওয়া কাযীখান ৩/২৯১, রদ্দুল মুহতার ৯/৩২১, ফাতাওয়া উসমানী ৩/১২৬

শামসুদ্দীন, খিলগাঁও, ঢাকা

প্রশ্ন: আমি একটি সমিতির সদস্য। উক্ত সমিতি থেকে আমি ৫০% মুনাফা বন্টনের ভিত্তিতে মুদারিব হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা নেই। কিন্তু নিজে ব্যবসায় সময় দিতে পারি না বিধায় আমার বন্ধুর টেক্সটাইলের ব্যবসায় মুদারাবার ভিত্তিতে টাকাটা খাটিয়েছি। সেখান থেকে আমি যা লাভ পাবো তার অর্ধেক নিজে নিবো আর অর্ধেক সমিতিকে দিবো। জানার বিষয় হচ্ছে, আমার জন্য এমনটা করা বৈধ কি?

উত্তর: মূলধনদাতা তথা রব্বুল মালের অনুমোদন ছাড়া নিজে ব্যবসা না করে অন্যত্র টাকা খাটানো বৈধ নয়। সুতরাং এমনটা করতে চাইলে সমিতির সাথে আলোচনা করে নিতে হবে এবং মুনাফা বণ্টনের হারও স্পষ্ট থাকতে হবে।

সূত্র: ফাতাওয়া কাযীখান ৩/১০৬, মাজমাউল আনহুর ৩/৪৪৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/৪৩১, মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা ১৪১৬

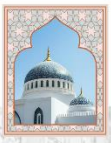

ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি

ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি (১)

ড. সিদ্দিক মুহাম্মদ আমীন আদ-দারীর

ড. সিদ্দিক মুহাম্মদ আমীন আদ-দারীর বর্তমান সময়ের ইসলামী অর্থনীতিতে নেতৃত্বদানকারী একজন বিজ্ঞ ইসলামী স্কলার ছিলেন। তিনি সুদানের সর্বোচ্চ শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড 'আল হাইআতুল উলয়া লির রাকাবাতিশ শারীয়াহ' এর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান ছিলেন।

ড. সিদ্দিক মুহাম্মদ আদ-দারীর ১৯১৮ সালে সুদানের 'উম্মে দুরমানে' একটি সম্ভ্রান্ত ও ইলমী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার দাদা শায়েখ আমীন আদ-দারির তুর্কি শাসনামলে সুদানের 'শাইখুল উলামা' ছিলেন। তিনি পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে মিশরের 'জামিয়াতুল কাহেরা' থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর ১৯৬৭ সালে 'জামিয়াতুল কাহেরা' থেকেই ইসলামী শরীয়ায় ডক্টরেট অর্জন করেন।

তিনি সুদানের 'জামিয়াতুল খুরতুমে' ইসলামী শরীয়াহ বিষয়ক প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে রিয়াদের 'জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়া'তে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি সুদানের সর্বোচ্চ শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড 'আল হাইআতুল উলয়া লির রাকাবাতিশ শারীয়াহ' এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তথা ১৯৯২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রধান ছিলেন। এছাড়াও তিনি 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা' ও 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররামা' এর সদস্য ছিলেন। ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড 'এওফি' (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI) এর শরীয়াহ বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তিনি ইসলামী অর্থনীতির ময়দানে একজন পথিকৃত ছিলেন। তাকে 'তামীনে তাআউনী' বা ইসলামী বীমার অন্যতম রূপকার বলা হয়। তার অনেক মূল্যবান গবেষণা রয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, তার লিখিত الغرر وأثره في العقود কিতাবটি। যার জন্য তিনি ১৯৯০ সালে King Faisal Prize আন্তর্জাতিক এওয়ার্ড লাভ করেন।

এভাবে তিনি ইসলামী অর্থনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে অবশেষে ২০১৫ সালের ৫ জুলাই সুদানের রাজধানী খুরতুমে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তার কবরে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

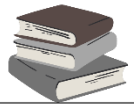

ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ পরিচিতি (১)

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ

'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' ইসলামের আলোকে অর্থব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ধারাভিত্তিক দেওয়ানী আইন হিসাবে রচিত এক অনবদ্য গ্রন্থ। উসমানী খেলাফতের ৩১তম খলীফা প্রথম আব্দুল মাজিদ এর শাসনামলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইসলামী অর্থনীতির এই ঐতিহাসিক কর্ম সাধিত হয়।

তৎকালীন বিজ্ঞ ফকীহগণের বোর্ড কর্তৃক এ আইন গ্রন্থটি রচনা করা হয়। প্রায় ৭-৮ বছর ব্যাপী দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ১২৯৩ হি. মোতাবেক ১৮৭৮ ইং সনের মাঝামাঝিতে এর রচনার কাজ সমাপ্ত হয়। এ সনেই মাজাল্লার ব্যাপারে রাষ্ট্রিয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদানও সমাপ্ত হয়।

'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা' মুসলিম ইতিহাসের এক অসামান্য অর্জন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই প্রথম এবং সফল ইসলামী অর্থনীতির ধারাভিত্তিক দেওয়ানী আইন। যা সুদীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর ব্যাপী ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান, কুয়েত, তুরস্কসহ সুবিস্তৃত উসমানী সম্রাজ্যে সরকারী আইন হিসাবে কার্যকর ছিল। যুগ যুগ ধরে অগণিত বিচারক ও মুফতী এ গ্রন্থ অনুযায়ী ফায়সালা ও ফতোয়া দিয়েছেন।

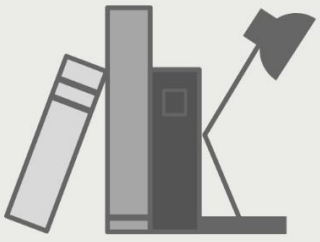

মারকাযু দিরাসার দিন রাত

শিক্ষা সফর ২০২৫ – IUT লাইব্রেরি ভিজিট

১৭ মে ২০২৫, শনিবার। প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-উস্তাদদের নিয়ে একটি দিনব্যাপী শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। সফরের গন্তব্য ছিল আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Islamic University of Technology (IUT), যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা OIC-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। সফরের উদ্দেশ্য ছিল IUT সম্পর্কে জানা ও পরিদর্শন করা এবং বিশেষ করে IUT এর সমৃদ্ধ লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হওয়া। সেই সাথে ছাত্রদেরকে পড়াশুনায় আরো উদ্যমী করার জন্য রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা।

সকাল ৭:০০টায় আমরা IUT-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। যাত্রাপথে দুই বর্ষের ছাত্রবৃন্দ দুটি বিষয়ে চমৎকার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে। প্রথম বর্ষের বিষয় ছিল, 'পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি'। আর দ্বিতীয় বর্ষের বিষয় ছিল, 'সম্প্রতি AAOIFI-এর ২৩তম শরীয়াহ বোর্ড কনফারেন্সে উপস্থাপিত পেপারসমূহ'।

সকাল ৯:০০ টায় IUT তে পৌঁছি। সেখানে আমাদেরকে রিসিভ করেন জনাব নোমান আহমেদ খান সাহেব। দুপুর ১২:০০ পর্যন্ত ছাত্ররা IUT এর লাইব্রেরি, ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন ল্যাব ঘুরে দেখে। এরপর IUT এর ক্যান্টিনেই আমাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করা হয়।

সেখান থেকে আমরা যাই গাজিপুর মেহের উদ্দীন রিসোর্টে। সেখানে মনমুগ্ধকর নিরিবিলি পরিবেশে ছাত্ররা খেলাধুলা, বৃষ্টিতে ভেজা, পুকুরে সাতার কাটা ইত্যাদি বিনোদনমূলক কাজে সময় কাটায়। একটি শিক্ষা ও বিনোদনমূলক সুন্দর দিন কাটিয়ে বাদ আসর আমরা রওয়ানা করি মাদরাসার উদ্দেশ্যে।

ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি. এর আগমন

২৯ মে ২০২৫, বৃহস্পতিবার। আমাদের সম্মানিত মুহতামিম ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি. মাদরাসায় আগমন করেন। খুবই অল্প সময় নিয়ে দেশে এসেছেন। তবুও নানান ব্যস্ততার ফাঁকে সময় বের করে নিয়েছেন প্রিয় তালিবুল ইলমদের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

ছাত্রদের সাথে এ বছর এটিই প্রথম সাক্ষাত। যদিও অনলাইনে প্রতি সপ্তাহে নিয়মতান্ত্রিক দরস প্রদান করেন। প্রিয় উস্তাদকে কাছে পেয়ে ছাত্ররা অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত ছিল। তিনি ছাত্রদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এরপর সকলের উদ্দেশ্যে মূল্যবান নসীহা পেশ করেন।

সর্বপ্রথম ইলম তলবের জন্য নিয়ত পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতার কথা বলেন। ছাত্রদেরকে স্বপ্ন দেখান বিশ্বময় ইসলামী অর্থনীতির যাত্রায় কান্ডারী হওয়ার। এরপর ইসলামী অর্থনীতির ময়দানের বাস্তবিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। টেকনোলজি ব্যবহারের উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করেন। এআই ব্যবহারের পদ্ধতি, পরিধি এবং বিভিন্ন সতর্কতার কথা উল্লেখ করেন। সর্বোপরি ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আসন্ন বিরতিতে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিভিন্ন হুকুক আদায়ের পাশাপাশি মানুষের সাথে মেশা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা, ইলমুল হাল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলন সম্পর্কে অবগতি লাভ করার গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাত্র উস্তাদের এই মেলবন্ধনকে কবুল করুন।

মাদরাসার পরিচিতি

মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

ইসলাম একটি চলমান দীন। যা সব যুগে সকল বিষয়ের সমাধান দিতে সক্ষম। চলমান অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের যুগোপযোগি টেকসই সমাধান এতে বিদ্যমান। তবে প্রচলিত অর্থনীতি ভালো করে বুঝে শরীয়াহর সাথে সমন্বয় করা ও সমাধান বের করা এক কঠিনতম কাজ। প্রয়োজন এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আলেমের।

সময়ের এই প্রয়োজনকে পূরণ করতে ফিকহ ও ইসলামি অর্থনীতিতে দক্ষ রিজাল/জনবল তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে মুরুব্বি আলিমগণের পরামর্শে ২০২১ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে 'মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী'। যা মূলত ফিকহুল মুআমালাতের দুই বছর মেয়াদি একটি উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানের ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেনো একজন তালিবে ইলম একই সাথে ফিকহুল মুআমালাতে বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি চলমান আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনীতি ও জেনারেল অর্থনীতি সম্পর্কেও যথেষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়। তাই এর শিক্ষা কার্যক্রমে রয়েছে ফিকহুল মুআমালাত, আধুনিক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, তাকাফুল, শেয়ার বাজার, ফিনটেক, সুকূক, ই-কমার্স, অ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্স, ইসলামিক ইনহেরিটেন্স 'ল', ইংরেজি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বেসিক অ্যাকাউটিং ও বেসিক কর্পোরেট ফাইন্যান্স। পাশাপাশি রয়েছে ফিকহ ও ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ক শতাধিক ফতোয়া চর্চা।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

ফিকহ ও ইসলামি অর্থনীতিতে একদল দক্ষ রিজাল/জনবল তৈরি করা। যারা আগামীতে বিশ্বময় হালাল অর্থনীতির প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

১. প্রাচিন ইসলামি অর্থনীতি ও আধুনিক ইসলামি অর্থনীতির মাঝে সমন্বয় সাধন করা।
২. শরীয়াহর আলোকে আধুনিক অর্থনীতির সমাধান পেশ করা।
৩. সমসাময়িক ইস্যুতে ইসলামি অর্থনীতির বার্তা তুলে ধরা।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ

উপদেষ্টা: হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দা: বা:, শাইখুল হাদীস: জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা: মুফতী আতিকুর রহমান খান হাফি.

আমীনুত তালীম: মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম দা: বা:, সিনিয়র সহকারী মুফতি, জামিয়া শারিইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

পরিচালক: ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি., প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আদল এ্যাডভাইজারী মালয়েশিয়া

সহকারী পরিচালক: মুফতী আহসানুল ইসলাম হাফি.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।